একাদশ অধ্যায়

পরিবহন ও যোগাযোগ

অত্যাধুনিক ও সুপরিকল্পিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিমেয় ভূমিকা রাখে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান যথাক্রমে ৭.৪৪ শতাংশ ও ৭.৩৩ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪.০৪ শতাংশ ও ৫.৭০ শতাংশ (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ বিবেচনায়)। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল ও অনুরূপ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৩৩ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩,০৯৩ কিলোমিটার। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্রপথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত দেশে আমদানি-রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হার কার্গোর ক্ষেত্রে গড়ে ৪.২১ শতাংশ এবং কন্টেইনারের ক্ষেত্রে গড়ে ১.৮১ শতাংশ। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৯টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ১০.০৭ লক্ষ যাত্রী এবং ২৭,২৪৭ টন কার্গো পরিবহন করেছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে মোট মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.১৫ কোটি ও ১২.২৮ কোটিতে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬০% ব্যান্ডউইড্থ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি (বিএসসিসিএল) বর্তমানে এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২০৬০ জিবিপিএস (গিগাবাইট পার সেকেন্ড)। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

আধুনিক পরিকল্পিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান যথাক্রমে ৭.৪৪ শতাংশ ও ৭.৩৩ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪.০৪ শতাংশ ও ৫.৭০ শতাংশ (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ বিবেচনায়)। এ প্রেক্ষিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং Sustainable Development Goals (SDG) 2030 এর লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৩৩ কিলোমিটার মহাসড়ক বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ১৮.০ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২২.০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬০.০ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪টি সেতু এবং ১৫,০৮৪টি কালভার্ট রয়েছে। সওজ এর আওতায় বর্তমানে চালু ৪৬টি ফেরীঘাটে ১১৭টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী রয়েছে এবং ১২৯টি পন্টুন ও ৯০টি গ্যাংওয়ে এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক অংশের উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সওজের বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা মহাসড়ক	মোট
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	২১৫৯৬
২০২০	৩৯০৬	৪৭৬৭	১৩৪২৩	২২০৯৬
২০২১	৩৯৪৪	৪৮৮৩	১৩৫৯২	২২,৪১৯
২০২২*	৩৯৯০	৪৮৯৭	১৩৫৪৫	২২৪৩৩

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন মোট ১৭০টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমান ১৯,৬৫৬.৯৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ১৬,১৩৮.৪৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৩,৫১৮.৫২ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয় ৭,২৬৬.৫২ কোটি টাকা।

পরিবহন সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য মোট ২০টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত আছে। তালিকাভূক্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত ৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে-

- জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- উভয় পাশে ২ লেন বিশিষ্ট সার্ভিস লেন নির্মাণসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ প্রকল্প (২২ কিলোমিটার);
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- ঢাকা আউটার রিং রোড (দক্ষিণ অংশ) নির্মাণ প্রকল্প;
- ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ উন্নয়ন প্রকল্প।

নতুন নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মহাসড়ক আইন, ২০২১ পাশ হয়। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে এর

আওতায় বিধি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। এছাড়া বিদ্যমান হাইওয়ে আইন-১৯২৫ এবং টোল আইন-১৮৫১ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময়োচিত ও অব্যাহত অর্থ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ অনুমোদিত হয়েছে। সাম্প্রতিক উদ্যোগ হিসাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে 'সওজ বৃক্ষরোপণ ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০' সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

একটি আধুনিক, নিরাপদ ও সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় মহাসড়কসমূহে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বা ITS স্থাপনের জন্য কোরিয়ান সরকারের Korean International Cooperation Agencies (KOICA) এর সহায়তায় Improving the Reliability and Safety in National Highway Corridors of Bangladesh by Introducing of (ITS) Intelligent Transport Sytems প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নে UN Decade of Action for Road Safety 2011-2020 এবং Sustainable Development Goal (SDG) এর আওতায় বিভিন্ন সময়াবদ্ধ কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

National Road Safety Strategic Action Plan এর আলোকে 'টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়ক যথাঃ ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক, ঢাকা-সিলেট সড়ক, ঢাকা-রংপুর সড়ক ও ঢাকা-খুলনা সড়ক এর পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধাসহ বিশ্রামাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৩৬০ মিলিয়ন ডলারের 'Bangladesh Road Safety Program (BRSP)' প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে যার অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দফাসমূহ হচ্ছে- রোড সেফটি সেল, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দুর্ঘটনা তথ্য কেন্দ্র, ডিজিটাল Enforcement সিস্টেম, রোড সেফটি কাজের ষ্ট্যান্ডার্ড, যানবাহন পর্যবেক্ষন কেন্দ্র ও ড্রাইভারদের জন্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা, Post-Crash Response সিস্টেম তৈরী, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সড়ক নিরাপত্তার উপর গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা।

সম্প্রতি সড়ক নেটওয়ার্কের ৩০০ কিলোমিটার অংশে রোড সেফটি অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও ২৫৫ কিলোমিটার সড়কের রোড সেফটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

সড়ক নেটওয়ার্কে অবস্থিত ৬৯৩টি ইন্টারসেকশন উন্নয়নের নিমিত্ত একটি স্টাডি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত স্টাডি অনুযায়ী যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন সড়কের ইন্টারসেকশন ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক ১১১টি সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২৫২টি ব্ল্যাকস্পটের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৭২টি ব্ল্যাকস্পট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ও স্থানীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮০টি ব্ল্যাকস্পট উন্নয়নের জন্য জিওবি অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন' প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সার্বিক সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাইন সিগন্যাল ও রোড মার্কিং, বাস-বে নির্মাণসহ মহাসড়কে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থান এবং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোরের উন্নয়ন সাধন করা।

টোল আদায়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও ফেরীসমূহে চলাচলকারী যানবাহন হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯১৫.৫৪ কোটি টাকা টোল হিসাবে আদায় করা হয়। ২০২১-২০২২ (জানুয়ারী পর্যন্ত) অর্থ বছরে সর্বমোট ৫৮৩.২২ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম

পরিবেশ সহায়ক পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে Environmental Impact Assessment (EIA) এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব নির্ণয় করা হয়। পরিবহন খাতের অংশ হিসেবে Nationally Determined Contribution (NDC) এর লক্ষ্যমাত্রা

অনুসরণ করে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমণ কমানোর লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার সড়কসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বিগত অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের অধীন বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও জলবায়ু সহিষ্ণু সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে হাওড় অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তারিত স্টাডির মাধ্যমে পরিবেশ সহায়ক সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

সড়ক নির্মাণের একটি প্রধান উপকরণ Brick Chips পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। Brick Chips এর ব্যবহার হ্রাসের উদ্দেশ্যে এর পরিবর্তে অন্যান্য কৃত্রিম উপকরণ (যেমন Steel Slags) ব্যবহারের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-৩০ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি বিগত এক যুগে ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৬৭,৫১৪ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত এলজিইডি গ্রামীণ অঞ্চলে ৩,৩৯,৫১৪ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করেছে। এছাড়াও ৫,৭৩১টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ৩,৩৬০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ১,৭৬২টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করেছে। অধিকন্তু ২৫,৬২৬ কি.মি. রাস্তার উপর গাছ রোপণ করেছে।

টেকসই নগর উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। এ ক্ষেত্রে এলজিইডি বিগত ১৪ বছরে নগরাঞ্চলে টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১২,১৬৩ কি.মি. রাস্তা/ ফুটপাত এবং ১৯,৩৯০ মিটার ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মাণ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহন অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কি:মি:)	৪০২৩	৪৬১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৯	৫৯৯০	৪৮১৩	৫২০০	৮৫৩৪	৫৪০০	৫৫০০	৩১০০	২২৪৭	৬৭৫১৪
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	২৯৩৬৩	৩৮৫০২	২৬৪১৫	২৭৫৭	৩২৭০৭	২৯০০০	২৮৫০০	৩২০০০	২৯৭০০	৩০০০০	৭৯৭৮	১৮০০০	১০২৯২	৩৩৯৫১৪
নগর অঞ্চলে সড়ক ও ফুটপাত নির্মাণ (কি:মি:)	৯২	৭০	৪৬৮	৭১৭	৬৯৮	১৩১৫	১১১০	১০৩৭	১২৫৬	১৭৪৬	২৩৩২	৭১০	৬১২	১২১৬৩
নগর অঞ্চলে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	২৫০	৭৯১	৬২৭	৭৮৪	১০১১	১২৪০	৯১৫	৭৯৫	১১৬৭	৩৬১৫	২৫৩৮	৩৮৫৭	১৮০০	১৯৩৯০

উৎসঃ এলজিইডি। * ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত এলজিইডি'র কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (সিআরআইএম) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো এলজিইডির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কাঠামোকে অন্তর্ভুক্ত করা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ভোলা, বরগুনা ও সাতক্ষীরা জেলায় ৪৫টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ৮২ কি.মি. আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং পরিবহন খাতের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।

এলজিইডি উপকূলীয় দুর্যোগপ্রবণ ৬টি জেলার ২৪টি উপজেলায় 'জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প' বাস্তবায়ন

করছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬৮.১৫ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়কের উন্নয়ন, ৬৪.১৮ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক উন্নয়ন, ৬০০.৮৯ মিটার ড্রেন তৈরি, ৪৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন সম্পন্ন করা হয়েছে।

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় পল্লী এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় জেলাগুলো হচ্ছে - বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪১৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ১০০টি বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। বিআরটিএ'র ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস এর মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হলো- মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু। বিআরটিএ পরিবহন সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং যানজট নিরসনে বিআরটিএ'র সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের জন্য কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগি সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ'র মিরপুরস্থ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ এ গত অক্টোবর ২০১৬ থেকে ২ লেন বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) এর মাধ্যমে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি একই অফিসে আরও ১২ লেন বিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- জনগণের দোরগোঁড়ায় বিআরটিএ'র সকল সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) নামে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র সকল সেবা বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- 'ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪' এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদির ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ও দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় BRTA Office Cum Motor Driving Testing, Training and Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে।
- সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে National Road Safety Strategic Action Plan ২০২১-২৪ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। 'গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি' প্রতিপাদ্য নিয়ে ২২ অক্টোবর ২০২১ তারিখে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন মোটরযান ভাড়ায় পরিচালনার লক্ষ্যে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮ প্রবর্তন করা হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অধীন মোট ২৭,৮৮২টি মোটরযান রাইডশেয়ারিং মোটরযান বিআরটিএ থেকে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট গ্রহণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা করছে।
- ২০২০ সাল থেকে মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান উন্মুক্ত করা হয়েছে। যেকোনো মোটরযানের ফিটনেস সনদ বিআরটিএ'র যে কোন সার্কেল অফিস হতে গ্রহণ করা যায়।

বিআরটিএ'র ২০২১-২২ অর্থবছরের ২,৪০০.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত ১,১২৭.৯৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

কোটি টাকায়

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৯০৮.৫৬	৬৮৫.৬০	৭৫.৪৬
২০১১-১২	৯০৩.৫৯	৬৪২.৩৭	৭১.০৯
২০১২-১৩	১১০১.২৫	৭৬৯.৮৬	৬৯.৯১
২০১৩-১৪	১১৫৬.৬০	৯৫২.২৫	৮২.৩৩
২০১৪-১৫	১২৪৯.২৩	১০৬২.২৯	৮৫.০৪
২০১৫-১৬	১৩৫৪.০১	১৬১৯.০২	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭	১৭৭১.৮৪	১৪৬৯.৮৬	৮২.৯৬
২০১৭-১৮	১৮০৫.৫১	১৫৪৫.০৭	৮৫.৫৭
২০১৮-১৯	১৮৩৪.১৪	১৮২৫.৮৩	৯৯.৫৫
২০১৯-২০	২০১৭.৯২	১৬৮১.৬৭	৮৩.৩৪
২০২০-২১	২২৩৫	১৬২৭	৭২.৭৯
২০২১-২২*	২৪০০	১১২৭.৯৫	৪৬.৯৯

উৎসঃ বিআরটিএ। * ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশের পরিবহন খাতের মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১,৬০০টি বাস ও ৫৮৯টি ট্রাক রয়েছে এবং মোট ২২টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে।

বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী পরিবহনসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ষ্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ৪৭টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৩৫৮টি স্টাফ বাস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, কোমলমতি শিশুদের যাতায়াতের সুবিধার্থে চট্টগ্রামে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১০টি দ্বিতল বাস নিয়মিত চলাচল করছে।
- বর্তমানে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ঢাকা মহানগরীতে ০৬টি বাস ০৬টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে।
- খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বাসে ১৫টি আসন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং বিআরিটিসি'র বাস ধুমপান মুক্ত করা হয়েছে।
- নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে ঈদ, হজ্জ, বিশ্ব ইজতেমাসহ জাতীয় দুর্যোগ (যেমন কোভিড-১৯)/জরুরী প্রয়োজনে বিআরটিসি বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান করে থাকে।
- ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।
- ২০১৯ সালে সংগ্রহকৃত ৫০১টি বাস ও ০১টি ট্রাকে VTS (Vehicle Tracking System) চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল বাস/ট্রাকে VTS চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে।
- 'দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২০/০৩/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ২১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন ভবন নির্মাণসহ ২৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- অর্থ বিভাগের আওতায় SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ০৫ বছরে ০১ (এক) লক্ষ দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিআরটিসি'র মাধ্যমে ০৫ বছরে ৪৭,৫০০ জনকে দক্ষ চালক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ১ম পর্যায়ে ১৪,৭০০ জন ও ২য় পর্যায়ে ৮,১০০ জন ও ৩য় পর্যায়ে ১৭,৭০০ জন প্রশিক্ষাণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।
- মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিআরটিসি'র প্রচলিত নিয়মে ২০টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (০৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ (২২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) অর্থবছরে যথাক্রমে ৬,৯৫২ ও ৯,০৬৩ প্রশিক্ষণার্থীকে (পুরুষ ও মহিলা) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি ও যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০০৯-২০২১ পর্যন্ত সময়ে বিআরটিসির বাস বহরে বিভিন্ন ধরনের ১,৫৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছে।

সারণি ১১.৪-এ ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৮
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭	২৬২.৫৫	২৬৭.৬০	-৫.০৫
২০১৭-১৮	২৫৩.১৮	২৫৬.১০	-২.৯২
২০১৮-১৯	২৫৮.৮৮	২৫৯.৮২	-০.৯৪
২০১৯-২০	৩৪৯.২৮	৩২৪.৪৩	২৪.৮৫
২০২০-২১	৩২৪.৪৬	২৯৯.৬৮	২৪.৭৮
২০২১-২২*	২৯৭.৭৮	২৭০.৪০	২৭.৩৮

উৎসঃ বিআরটিসি। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

এছাড়া বিআরটিসি "ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ভর্তি প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন", "অনলাইন টিকেট বিক্রয় সেবা প্রদান (ই-টিকেটিং)" এবং "অবসরোত্তর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাচুইটি প্রদান" শীর্ষক ০৩টি সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার, এর আওতাধীন জেলাগুলো হলো- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা। বর্তমানে ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ শহরে পরিবহন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ডিটিসিএ "Preparation of Comprehensive Transport Master Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া চট্রগ্রাম শহরে "Preparation of Comprehensive Transport Master Plan with Pre-Feasibility Study of Mass Rapid Transit Network for Chattogram Metropolitan Area" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং 'র‍্যাপিড পাস' নামে স্মার্ট কার্ড চালু করা হয়। ২০১৮ সালে ৬০,০০০ কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। আরো বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যে ক্লিয়ারিং হাউজ প্রজেক্ট ফেজ-২ শুরুর কাজ চলমান আছে।
- '৪টি ইন্টারসেকশনের (গুলশান-১, মহাখালী, পল্টন ও গুলিস্তানের ইন্টারসেকশন এলাকায়) ভৌত উন্নয়ন ও Intelligent Transportation System (ITS) নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকায় জানজট হ্রাসের লক্ষ্যে 'ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। এ প্রকল্পের আওতায় কর্মপরিকল্পনা ও ম্যানুয়ালের খসড়া জাপানি বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক প্রস্তুত হবে যা ITS স্থাপনের পর প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত করা হবে।
- "বাস ডিপো ও টার্মিনাল সম্ভাব্যতা যাচাই এবং কনসেপ্ট ডিজাইন' প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তঃজেলা ও সিটি বাস টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ঢাকা শহরের চারদিকে ১০টি উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Interim Report দাখিল করেছে।
- ডিটিসিএ আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্মিতব্য বহুতল ভবন ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ডিটিসিএ হতে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নক্সা অনুমোদনের বিধান রয়েছে। Traffic Impact Assessment (TIA) এর মাধ্যমে এ বিষয়ে অনাপত্তি দেয়া হচ্ছে। TIA প্রতিবেদনের সুপারিশে বহুতল ভবন/সংশ্লিষ্ট আবাসিক প্রকল্প এলাকায় সৃষ্ট যানজট দূরীকরণে কর্মপরিকল্পনাও উল্লেখ থাকবে ।
- জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী ডিটিসিএ'তে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি রোড সেফটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া সড়কে নিরাপত্তা আনয়নের লক্ষ্যে ডিটিসিএ'র আওতায় "Road Safety Management and Capacity Building" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করা হবে।
- Revised Strategic Transport Plan (RSTP) এর সুপারিশের আলোকে ঢাকাকে বাইপাস করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য ঢাকার আউটার রিং রোড এর সম্ভাব্যতা

যাচাইয়ের জন্য "ফিজিবিলিটি স্টাডি অন ঢাকা আউটার রিং রোডঃ ইস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন, নর্দান পার্ট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) কর্তৃক ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাটি সারণি ১১.৫-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৫: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২		২০৩০	
এমআরটি লাইন-৪		২০৩০	পাতাল

উৎস:সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

MRT Line-6: সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১৬টি স্টেশন বিশিষ্ট এমআরটি লাইন-৬ এর মাধ্যমে দৈনিক ৫(পাঁচ) লক্ষ যাত্রী পরিবহন সক্ষম হবে। ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৭৫.৩৯%। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগাঁও অংশে পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯০.৪২%। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৭৪.৪২%। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৭৩.৭৯%। গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২২ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ভায়াডাক্টের সর্বশেষ সেগমেন্টটি উত্তোলনের মাধ্যমে ভায়াডাক্টরের সম্পূর্ণ অংশের Erection সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০ সেট মেট্রো ট্রেন উত্তরা ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সরকার বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রো ট্রেন উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত এমআরটি লাইন-৬কে ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত Detailed Design সহ আনুষঙ্গিক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

MRT Line-1: মোট ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ (কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭২ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬৯ কিলোমিটার উড়াল) এবং ১২টি পাতাল স্টেশন ও ৯টি উড়াল স্টেশন মোট ২১টি স্টেশনবিশিষ্ট এমআরটি লাইন-১ এর Detailed Design চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার ৯২.৯৭২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এমআরটি লাইন-১ এর প্যাকেজ CP-05 ও CP-06 এর প্রাক-যোগ্যতার দলিলাদি (Prequalification Documents) গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে এমআরটি লাইন-১ চালু হলে দৈনিক ৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

MRT Line-5 (Northern Route): হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি স্টেশন (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) বিশিষ্ট এমআরটি লাইন-৫ এর Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৪০.১৮২২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ ও Detailed Design এর কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এমআরটি লাইন-৫ চালু হলে দৈনিক ১২ লক্ষ ৩০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

MRT Line-5 (Southern Route): গাবতলী থেকে বালুরপাড় পর্যন্ত মোট ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (১২.৮০ কিলোমিটার পাতাল এবং ৪.৬০ কিলোমিটার উড়াল) এমআরটি লাইন-৫ এবং ১৫টি স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ডিজাইন ও ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য গত ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখ থেকে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানা এলাকায় ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য সর্বমোট ৯৯.৩৩৯ হেক্টর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে দৈনিক ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

MRT Line-2: ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাপান ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ চতুর্থ প্ল্যাটফর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। MRT Line-2 এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার ডেমরা এলাকায় গ্রীন মডেল টাউন এবং আমুলিয়া মডেল টাউন এর মধ্যবর্তী স্থানে মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) হেক্টর ভূমি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

MRT Line-4: ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ রুটে এমআরটি লাইন-৪ নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

Transit Oriented Development (TOD) Hub: বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ভাড়া আদায়ের আয় থেকে লাভজনকভাবে মেট্রোরেল পরিচালনা করা যায় না। এই প্রেক্ষাপটে Non-fare Business হিসেবে এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে TOD Hub নির্মাণের নিমিত্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিকট থেকে ২৮.৬১৭ একর ভূমি বরাদ্দ গ্রহণ করা হয়েছে। এমআরটি লাইন-৬ এর রুট এ্যালাইনমেন্টে অবস্থিত উত্তরা উত্তর, আগারগাঁও, ফার্মগেইট এবং কমলাপুর মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ০৪টি স্টেশন প্লাজা নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করা হয়। রাজধানী ঢাকা হতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় বিপণনের সুবিধার কারণে উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২০১০-১১ থেকে ২০২০-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৬: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	রাজস্ব আদায়
২০১০-১১	২৬৭.৬৬
২০১১-১২	৩০৪.৬৬
২০১২-১৩	৩২৫.২০
২০১৩-১৪	৩২৩.৩৮
২০১৪-১৫	৩৪৯.০৮
২০১৫-১৬	৪০২.৪৩
২০১৬-১৭	৪৮৪.৪২
২০১৭-১৮	৫৪৩.৮০
২০১৮-১৯	৫৭৫.৪১
২০১৯-২০	৫৬০.২৮
২০২০-২১	৬৫৪.৮২
২০২১-২২*	৪৫৬.৭১

উৎসঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

পদ্মা সেতু নির্মাণ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ৩০,১৯৩.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সর্ববৃহৎ অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯১.০০

শতাংশ। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

মূল সেতু নির্মাণঃ মূল সেতুর ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৯৬.৫০ শতাংশ।

নদী শাসন কাজঃ নদী শাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৯ শতাংশ।

পুনর্বাসনঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৭৫১.৭১ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন সাইটগুলোতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩,০৮৩টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ১,১২৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমঃ পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে ও সার্ভিস এরিয়ায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১,৭৩,২৯৪টি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির ডকুমেন্টেশনের কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়া পদ্মা সেতু প্রকল্পের জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও সার্ভিস এরিয়া-২ নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ১০০ শতাংশ।

পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কি.মি. দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে নির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগষ্ট ২০১৫ এ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১ম ধাপের ১,৪৬৭টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ৩০০টি পাইল ক্যাপ, ২৮৯টি পিয়ার কলাম, ২৬৫টি ক্রস বীম, ২১৯৮টি আই গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০১৫টি আই গার্ডার ও ৯৫টি ব্রীজ ডেক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪২.৭৪ শতাংশ এবং ১ম ধাপের অগ্রগতি ৭৭.৯৬ শতাংশ ও ২য় ধাপের অগ্রগতি ২৮.৪৬ শতাংশ। প্রকল্পটি জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, যানজট নিরসন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজীকরণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। টানেলটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ০.১৬৬ শতাংশ অবদান রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে টানেল বোরিং কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে সবকটি অর্থাৎ ১৯,৬১৬টি টানেল সেগমেন্ট কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ প্রর্যন্ত প্রকল্পের ৮১.৫ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ নাগাদ এটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

'সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' এর আওতায় গাজীপুর হতে হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণ প্রকল্প ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে এলিভেটেড অংশের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৩.৮৭ শতাংশ। প্রকল্পটি দ্রুত শেষ করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪ অক্টোবর ২০১৭

তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চায়না এক্সিম ব্যাংক এর সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পর নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে । এটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

পদ্মা সেতু চালুর পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন যেন পদ্মা সেতু পার হয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম-সিলেটসহ পূর্বাঞ্চলে সরাসরি চলাচল করতে পারে সে লক্ষ্যে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গালবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের সভায় প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট সমস্যা সমাধানে ৩২১.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা শহরের মোট ২৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাইনমেন্টে সাবওয়ে নির্মাণের জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা ২০২২ সালের জুন নাগাদ শেষ হবে। খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনে ১২টি সাবওয়ে নেটওয়ার্ক প্রস্তাব করা হয়েছে। চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী যথাসময়ে সাবওয়ে নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে মর্মে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে এ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের ৯৫ শতাংশ এর বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলার সংযোগকারী যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করত: যথাসময়ে সমীক্ষা শুরু হবে আশা করা যায়।

কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১.৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে মোট ১,০৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ১০ মার্চ ২০২০ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ এই সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ২,২৪২.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং চুক্তি শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কাজটি যথাসময়ে শুরু হবে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

নারায়নগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মধ্যে ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর ১.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি কনসোর্টিয়াম এর সাথে সেতুটি জিটুজি পিপিপিভিত্তিতে নির্মাণের লক্ষ্যে Transaction Advisor নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে LAP, RAP এবং Traffic Survey এর কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং নতুন সেতু ও ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি উন্নয়ন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও

সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২৫ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত মাস্টারপ্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। তাছাড়া, চাঁদপুর-শরীয়তপুর অবস্থানে মেঘনা নদীর উপর ও লক্ষীপুর-ভোলা সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং ঢাকা ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৬৩.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ সংক্রান্ত প্রকল্প গত ১০ মে ২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অন্তর্বর্তী সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার "রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদী" এবং "লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর ওপর" সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। সেতু দু'টি নির্মাণের জন্য বৈদেশিক অর্থায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এছাড়া, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর ওপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর ওপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর ওপর মোট ৩টি সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু হবে আশা করা যায়।

রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে ২০১১ সালে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিসেবার মানোন্নয়নকে ৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

বর্তমানে ৩,০৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৩টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। এ সব প্রকল্পের মাধ্যমে রেলে যোগাযোগ ও পরিবহন পরিসেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, নতুন নতুন জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক রেল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্জিত সাফল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৫০০.৩৯ কি:মি: নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ২৮৭.১০ কি:মি: মিটারগেজ রেল লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ১,২৭১.৮১১ কি:মি: রেল লাইন পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ১০৪টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ, ১৯৪টি স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৪৮৪টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ, ৭৩৩টি রেল সেতু পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৭৪টি লোকোমোটিভ এবং ২০ সেট ডিইএমইউ সংগ্রহ, ৫২০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ, ৪৬০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন, ৫১৬টি মালবাহী ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ, ২৭৭টি মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন, ১২৩টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, ৯টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা পুনর্বাসন, ১৪২টি নতুন ট্রেন চালুকরণ, ৪০টি চলমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিতকরণ, ১টি (ডুয়েলগেজ) হুইল লেদ মেশিন স্থাপন, বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস সংগ্রহ, ৬টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ, ২টি ট্রেন ওয়াশিং প্লান্ট সংগ্রহ ও ২টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ।

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের আওতায় রোলিং স্টক সংকট নিরসনকল্পে ১০০টি এমজি ও ৪০টি বিজি লোকোমোটিভ, ৫৫০টি এমজি এবং ১৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১০-১১ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সারণি ১১.৭-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহন টন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	*রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৫	৬
২০১০-২০১১	৮০৫১.৯২	৬৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-২০১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-২০১৩	৮২৫৩.৪২	৫২৫.৩৭	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-২০১৪	৮১৩৪.৭০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-২০১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-২০১৬	৯১৬৭.১৮	৬৭৫.০৯	৯০৪.০২	২২২৯.২২
২০১৬-২০১৭	১০,০৪০.৬৬	১০৫২.৬৭	১৩০.৩৭	২৮৩৫.৫২
২০১৭-২০১৮	১২৯৯৩.৯১	১২৩৬.৫০	১৪৮৬.১৫	২৯১৮.০২
২০১৮-২০১৯	১৪৩৩৪.৭৬	৯১৩.৪৮	১৪০৬.৫	৩০৫০.৬৬
২০১৯-২০২০	৯৫৭৭.৬৮	১০০২.০৪	১১২৫.৮৫	৩১৮৮.৯৭
২০২০-২০২১*	১০৪৫৫.৬০	১০৪২.০০	১১৮২.০০	৩২৮৪.০০

উৎসঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক।

নৌযোগাযোগ

নৌপথ একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব দায়িত্ব পালনে অবলুপ্ত নৌপথ উদ্ধার ও বিভিন্ন নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান, উচ্ছেদকৃত নদী তীর ভূমির পুনঃদখলরোধে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকার চারপাশের নৌপথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ১৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৩টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প। আরএডিপি'তে মোট বরাদ্দ ১,২৩৭.৩৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৩৮৬.৮২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৪৩.৮৩ কোটি টাকা। সারণি ১১.৮ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৮: বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীটলাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০১০-১১	২৩৭.৫৩	২৩৯.১০	-১.৫৭
২০১১-১২	২৯০.৭৮	২৭২.৯১	১৭.৮৭
২০১২-১৩	৩৪৯.০৯	৩২৯.৪০	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.০৪	৩৭৭.৬১	-৫৭.৫৭
২০১৪-১৫	৩৫৮.০২	৩৮২.৩১	-২৪.২৯
২০১৫-১৬	৫০০.৮০	৫১৮.৮৮	-১৮.০৮
২০১৬-১৭	৬১৪.৪৬	৬৯৯.৬৭	-৮৫.২১
২০১৭-১৮	৬২৫.৩৫	৬৮৯.৩৩	-৬৩.৯৮
২০১৮-১৯	৬৭৯.৩৮	৬৯৮.৫০	-১৯.১২
২০১৯-২০	৭৫৯.১৩	৭৬২.৬৬	-৩.৫৩
২০২০-২১	৭৭২.৯১	৮০২.২৩	-২৯.৩২
২০২১-২২*	৪৪৩.৮৩	৪৫৮.৯৫	-১৫.১২

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

এছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজিং বহরে ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪৫ টি ড্রেজার এবং ২৫৫টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ১২টি লংবুম এক্সাভেটর, ০২টি ডেমুলেশন এক্সাভেটর এবং ১২টি ফর্ক লিফট রয়েছে। ঢাকার চারপাশে ২০ কি.মি. ফোরশোর ভূমি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক জানুয়ারি ২০১০ হতে ২০২২ (চলমান) পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রায় ৮৪৮.৫৪ একর ফোরশোর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ১৮৪ টি নতুন পন্টুন স্থাপন (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (Capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯: বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৭	৪৩.৬১	৬৮.০৮
২০১২-১৩	৫৬.০৩	৪৪.৬৫	১০০.৬৮
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১৭৮.২২	১০৪.৭৯	২৮৩.০১
২০১৬-১৭	১৫৮.৭৯	১১৭.৩৭	২৭৬.১৬
২০১৭-১৮	২১১.৮৯	১৩৪.৯৮	৩৪৬.৮৭
২০১৮-১৯	২৭৮.৮৪	১৩৯.৬৩	৪১৮.৪৭
২০১৯-২০	১৫২.৯৬	২৮০.৭৩	৪৩৩.৬৯
২০২০-২১	২২০.৭৬	২২৬.৩৩	৪৪৭.০৯
২০২১-২২*	১৩৮.৪১	১৬১.৩৪	২৯৯.৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম এর তথ্যাদি সারণি ১১.১০ এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১১.১০: অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ নৌপথ (বর্গ কিঃ মিঃ)	উপকূলীয় নৌপথ (বর্গ কিঃ মিঃ)
২০১৫-১৬	২৭৫১.৩৪	১০০০.০০
২০১৬-১৭	২৭৫০.০০	১২০০.০০
২০১৭-১৮	২৭০০.০০	১০০০.০০
২০১৮-১৯	১৮৬৪.৪০	৭০০.০০
২০১৯-২০	১৯৯২.২৫	৭৫০.০০
২০২০-২১	১৭১২.১৯	২১০০.০০
২০২১-২২*	১৫৩৩.০০	১৬৭৭.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বিভিন্ন সেক্টরে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে ২০২২ (ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিসি ২৩টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী (এম.ভি বাঙালি ও এম.ভি মধুমতি) জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ২টি অয়েল ট্যাংকার ও ৪টি কন্টেইনারবাহি জাহাজসহ সর্বমোট ৭০টি নৌযান নির্মাণ করেছে। নতুন নৌযান নির্মাণ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬১.৬২ (একষট্টি কোটি বাষট্টি লক্ষ) কোটি টাকা ব্যয়ে বিআইডব্লিউটিসি'র ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি, ২টি মিডিয়াম ফেরি ও ৬টি পন্টুন মেরামত করা হয়েছে । নতুন নির্মিত ও পুনর্বাসিত নৌযানগুলো ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিস পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আঠারো বছর পর আরিচা-কাজিরহাট ফেরি রুট চালু হয়েছে। ফেরি রুটটি চালূ হওয়ায় ঢাকা ও দেশের উত্তরাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। এতে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর যানজটও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এবং সেতুর স্থায়িত্ব অনেকটা বৃদ্ধি পাবে।

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪টি কনেটইনারবাহি জাহাজ নির্মাণের পর জাহাজগুলো চট্টগ্রাম বন্দর হতে পানগাঁও কনেটইনারবাহি টার্মিনাল এবং চট্টগ্রাম হতে কোলকাতা নৌপথে কনেটইনার পরিবহনে নিয়োজিত করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১১: বিআইডব্লিউটিসি'র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট মুনাফা
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	২১৬.১৩	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৯৭.৩৫	২৩৫.০৮	৬২.২৭
২০১৪-১৫	৩২৬.৭২	২৬৯.৪৩	৫৭.২৯
২০১৫-১৬	৩৫৯.১৮	৩১০.৯৬	৪৮.২২
২০১৬-১৭	৩৫৬.৯৫	৩২৯.৭১	২৭.২৪
২০১৭-১৮	৩৭১.৯১	২৮৭.৩৬	৮৪.৫৫
২০১৮-১৯	৩৮০.১৩	৩০৭.৬২	১৫.১৬
২০১৯-২০	৩৭১.৩২	৩১২.৪০	-৫.৬৩
২০২০-২১*	৩৭৮.০১	৩২০.০০	-৫.৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ সমুদ্রপথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানির সাথে পাল্লা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গার্মেন্টসসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বন্দরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতে কান্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং সুষ্ঠুভাবে সমাধান ও সংকুলানের লক্ষ্যে চবক কর্তৃক পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ, এবং কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় 'মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, উল্লিখিত কার্যক্রম শেষ হলে কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং এ চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গোর ক্ষেত্রে ১১.৯৮ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ৩.১০ শতাংশ, ২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) আমদানী- রপ্তানী বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গোর ক্ষেত্রে ৪.২১ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ১.৮১ শতাংশ। ২০২১ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ১৩.১৯ শতাংশ, কার্গোর ক্ষেত্রে ১২.৯৯ শতাংশ এবং জাহাজ হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে ১২.৯০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বন্দরে কনটেইনার প্রবৃদ্ধি সামাল দিতে কী-গ্যান্ট্রিক্রেন, রাবার টায়ার গ্যান্ট্রিক্রেনসহ বর্তমানে মোট ১৪৫টি কনটেইনার হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট, ২৪৮ টি কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট বিদ্যমান রয়েছে। আরো ১০০টি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সারণি ১১.১২ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১২: চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২৯.২৫	১০৬৫.৮৩	৯৬৩.৪২
২০১৬-১৭	২৪০৭.৬৫	১৩৫২.৫৪	১০৫৫.১১
২০১৭-১৮	২৬৪৭.৬৪	১৪১৯.০৫	১২২৮.৫৯
২০১৮-১৯	২৮৯২.৮৬	১৬১০.৫৩	১২৮২.৩৩
২০১৯-২০	২৯২৪.৯৯	১৭১৬.২৯	১২০৮.৭০
২০২০-২১*	৩০৭৫.৬৮	১৮৯২.১২	১১৮৩.৫৬
২০২১-২২**	১৭০৮.৩৩	৮২৩.৭৩	৮৮৪.৬০

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ * সাময়িক **ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা বন্দর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আজ আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। বর্তমানে ৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ১১টি জেটি, ৩টি মুরিং এবং ২২টি এ্যাংকোরেজ এর মাধ্যমে মোট ৪২টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা এ বন্দরের রয়েছে। ২টি ওয়্যারহাউজ, ৪টি ট্রানজিট শেড, ১টি স্টাফিং এন্ড আনস্টাফিং শেড, ৬টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ২টি কার ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১.৫০ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং ১ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার এবং ২০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। নিম্নের সারণি ১১.১৩ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৩: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২- ১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩- ১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭	২২৬.৫৬	১৫৫.১৫	৭১.৪১
২০১৭-১৮	২৭৬.১৪	১৬৬.৮১	১০৯.৩৩
২০১৮-১৯	৩২৯.১২	১৯৬.১২	৯৭.৯৫
২০১৯-২০	৩৩৮.১৯	২২১.০১	১১৭.১৮
২০২০-২১	৩৪৮.৩৫	২১৭.২৭	১৩১.০৮
২০২১-২২*	২০৫.৮৯	১৪৪.৮৩	৬১.০৬

উৎসঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোংলা বন্দরে জাহাজ ১১.৯৩% হারে, কার্গো ১৩.৯০% হারে, কন্টেইনার ৭.৩৪% হারে এবং রাজস্ব আয় ১২.৮২% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৭০টি জাহাজ, ১১৯.৪৫ লাখ মেঃটন কার্গো, ৪৩,৯৫৯ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডেল করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৪০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হয়েছে, যা বন্দরের অতীতের তুলনায় সর্বোচ্চ রেকর্ড ।

মোংলা বন্দরের বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে মোকাবিলার জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯টি (পিপিপি সহ) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনারবার এলাকায় ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে এবং "মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটারবারে ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১১৯.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অধীণে মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটারবার এলাকায় ১১৯.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৫টি বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)এর স্থাপন কাজ সমাপ্ত হবে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর দেশের ৩য় সমুদ্রবন্দর হিসেবে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করে । সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহিঃনোঙ্গারে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহনের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ারওয়ে ও মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য Very High Frequency (VHF) বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড হারবার' এর চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহিঃনোঙ্গারের নিরাপত্তার জন্য International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে।

পায়রা বন্দরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে লাইটার জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য ৮০ মিটার এবং ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দুই (০২) টি জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। কার্গো হ্যান্ডলিং এর জন্য ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, ৫০ (পঞ্চাশ) টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টার্মিনাল ট্রাক্টর (ট্রেইলারসহ) ক্রয় করা হয়েছে। জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেলের গভীরতা -৬.৩ মি: সিডি বজায় রাখার লক্ষ্যে "রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) তাৎক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে ২৫ হাজার Deadweight tonnage (DWT) বহন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ পায়রা বন্দরে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

"Development Infrastructures/Support Facilities (DISF)" প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩,৮৯৫.০৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ, ৪ লেন বিশিষ্ট ৫.২২৩ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ড্রেজিং, আমদানীকৃত পণ্য সংরক্ষণের জন্য এক লক্ষ বর্গফুট আকারের একটি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ, ৬ তলাবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ এবং বন্দরের অপারেশনাল কার্য পরিচালনার জন্য ৬টি জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। মোট কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.৪৩%।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

আরও অধিকতর উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, দক্ষভাবে কার্গো হ্যান্ডলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির উন্নয়ন ও স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ এর উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি এবং চালুকৃত স্থলবন্দরের সংখ্যা ১২টি। চালুকৃত ১২টি স্থলবন্দরের মধ্যে বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারী, নাকুগাঁও, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের (বাস্থবক) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার স্থলবন্দর Build Operate Transfer (BOT) ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

বিগত তিন বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ধানুয়াকামালপুর, বিলোনিয়া, কড়ইতলী, বাল্লা, ভোমরা, শেওলা ও রামগড় স্থলবন্দরের জন্য ৯৫.৩৮৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে প্রায় ৩৮০০ বর্গমিটার ২টি আধুনিক ওয়্যারহাউজ ও ২টি ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ধানুয়া কামালপুর, গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে ৪৩০০০ বর্গমিটার ওপেন ইয়ার্ড ও প্যাকিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৪: বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	৪১.২০	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৫.৮২	১১.৯৬
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৮৩.২০	৫৫.৩৬	২৭.৮৪
২০১৬-১৭	১১১.৫১	৭৫.০২	৩৬.৪৯
২০১৭-১৮	১৪৮.৩৩	৯৫.৫৩	৫২.৮০
২০১৮-১৯	২১০.৯৪	১৪৪.২৫	৬৬.৬৮
২০১৯-২০	২০৮.৭৭	১৬০.০৩	৪৮.৭৪
২০২০-২১	২৬৪.৮৩	১৭৪.৭৩	৯০.১০
২০২১-২২*	১৭১.৩৬	৮২.০৯	৮৯.২৭

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ।*ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৭৩১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট-১" এর আওতায় সিলেট জেলার শেওলা, খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়, সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং সমুদ্রসীমায় দুর্ঘটনামুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বাংলাদেশী জাহাজের বিশ্বের সকল স্থানে নিরাপত্তা, সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের বিদেশি জাহাজে নিয়োগ এবং নৌবাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে নৌপরিবহন অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এ অধিদপ্তর জনস্বার্থে প্রণীত নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সংস্থা নৌ সংক্রান্ত আইন ও কারিগরি বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান, আই.এম.ও, আই.এল.ও, আঙ্কটাডসহ নৌসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে যোগাযোগ রক্ষা, সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কনভেনশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে এদেশের জনগণের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এতে দক্ষ জনবল বিভিন্ন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজে কর্মসংস্থানের ফলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। বাংলাদেশে গৃহীত মেরিটাইম পরীক্ষা এবং সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা (IMO) এর 'হোয়াইট লিষ্টে' অন্তর্ভূক্ত বজায় রয়েছে। এতে বিশ্বের সকল দেশে বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ এবং সনদায়ন গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত আছে। বর্তমানে বাংলাদেশী প্রতিনিধি 'আইএমও' এর আওতাধীন International Mobile Satellite Organization (IMSO) এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হওয়ায় মেরিটাইম ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্বল হয়েছে। আন্তর্জাতিক নৌপথে বাংলাদেশী জাহাজের নিরাপদ চলাচল ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য 'লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং (LRIT)' পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশী নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরে 'সীফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল' আইডি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে, যা বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সহজতর করছে। লেবার কনভেনশন ২০০৬ এবং সীফেয়ারার্স

আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (এসআইডি) কনভেনশন (সংশোধিত) ২০০৩ অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নৌ সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য চারটি নতুন সরকারী মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দক্ষ ক্যাডেট ভর্তির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

এ অধিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস হলো- নৌযানসমূহ রেজিষ্ট্রেশন, সার্ভে, মেরিন অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ফি, সাইন অন-সাইন অফ, বাতিঘর ফি, বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড জারী, ম্যানিং এজেন্ট লাইসেন্স ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা আদায় প্রভৃতি। ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৫: নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্বআয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০১০-১১	১০.২৫	১২.৫৫	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৭১	১৩.২৬	৫.৫৪
২০১২-১৩	১৪.২৬	১২.৯৫	১৪.৬৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬	১৭.২৯	২৯.০৩	১১.৬৩
২০১৬-১৭	১৯.৭২	৩৩.৪৬	১৬.৩৭
২০১৭-১৮	৩৭.৪৯	৩৮.৯৮	১৬.৫৬
২০১৮-১৯	৩৬.৫৪	৪৩.৮০	১৭.৫৩
২০১৯-২০	৪১.৮১	৩৮.১২	১৫.৬৬
২০২০-২১	৪১.৩৩	৩৯.৬২	১৫.০১
২০২১-২২*	৩১.৮৪	২৮.৩০	০৮.৮৩

উৎসঃ নৌপরিবহন অধিদপ্তর।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) আন্তর্জাতিক নৌপথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিএসসি সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বমোট ৪৪টি জাহাজের মালিকানা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বিএসসির জাহাজ বহরে ৮টি ভেসেল রয়েছে। চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় বিএসসি বহরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার এবং ৩টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার যুক্ত হয়, যা বর্তমানে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে।

২০১০-১১ সাল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৬: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৭
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৭	৫.৩৪
২০১৫-১৬	১১৮.৮১	১১২.০৮	৬.৭৩
২০১৬-১৭	১১৬.৫৫	১০৭.৮৯	৮.৬৬
২০১৭-১৮	১২৬.৫২	১১৪.০০	১২.৫২
২০১৮-১৯	২৩০.৩১	১৭৫.০৮	৫৫.২৩
২০১৯-২০	৩২২.৮৪	২৮১.৩৭	৪১.৪৭
২০২০-২১	৩২২.৯৭	২৫০.৯৫	৭২.০২
২০২১-২২*	২৫৭.৫২	১৩১.২১	১২৬.৩১

উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। *ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

বাংলাদশে মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা 'IMO STCW Convention' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতভাবে দক্ষ, পরিবেশ সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চৌকস প্রায় ৫,০৮৩ জন মেরিন ক্যাডেট (২০১২ থেকে অদ্যাবধি ৮৪ জন ফিমেল ক্যাডটেসহ) প্রশিক্ষিত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই একাডেমি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Nautical Institute, London ও Institute of Marine Engineering, Science and Technology, London এবং মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড, লন্ডন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক অবস্থানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান মেরিটাইম কলেজ (University of Tasmania) এর সাথে গবেষণা সহযোগিতা চুক্তি, ইউরোপীয় কমিশনের স্বীকৃতি, সিঙ্গাপুর মেরিটাইম প্রশাসন, ইউকে মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড, নটিকাল ইনস্টিটিউট লন্ডন, IMarEST, লন্ডন এবং South Asian Business Excellence Award 2017 অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । ২০১৬ সাল হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম

ইউনির্ভাসিটি অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের তিন বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রীকে, চার বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স (অনার্স) ডিগ্রীতে উন্নীত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০১২ সন হতে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে; প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে ফিমেল ক্যাডেটগণ দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO) Standard of Training Certification and Watch keeping for seafarers (STCW)(convention) মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। তাছাড়া চাকুরীরত (পুরাতন) নাবিক ও অফিসারদের বিভিন্ন শর্ট/মডেল (এনসিলিয়ারী) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পদোন্নতির সুযোগ করে দেয়া হয়। এখান হতে প্রশিক্ষিত নাবিকগণ দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করে উল্লেখযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নাবিকদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম এর জন্য একটি রেগুলেটরী সংস্থা নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর। এ পরিদপ্তর বাংলাদেশের বন্দরে এবং বিদেশের বন্দরে যেখানে নাবিকেরা সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও), আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (আই,এম,ও) এর নাবিক কল্যাণমূলক কনভেনশন ও সুপারিশ বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নাবিকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের বন্দরে বিদেশী নাবিকদের কল্যাণেও ভূমিকা রেখে আন্তর্জাতিক নৌ অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

বর্ণিত কল্যাণমূলক দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিদপ্তরটি নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকল্পে দেশের একমাত্র সরকারী সীম্যান্স হোস্টেল পরিচালনাসহ নাবিক সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা কল্পে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, দুঃস্থ অসুস্থ, মৃত, অক্ষম নাবিকদের চিকিৎসা/ পারিবারিক সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন তহবিল পরিচালনা করে আসছে। বিদেশী নাবিকদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানকল্পে ইন্টারন্যাশনাল সীফ্যারার্স ড্রপ-ইন-সেন্টার পরিচালনা করে আসছে। পরিদপ্তরটি সম্পূর্ণরূপে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরটির আয়ের উৎস হলো সীম্যান্স হোস্টেলে অবস্থানকারী নাবিকদের মধ্য হতে সীট ভাড়া বাবদ আয় এবং লেভী তহবিল হতে প্রাপ্ত আয়ের নির্ধারিত অংশ (১৫ শতাংশ) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর আওতায় ২০১৪ সালের ৫ই আগস্ট জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহনযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়।

বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)

বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) পালন করে থাকে। বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিএএবি বিদ্যমান বিমানবন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সেবা ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকে।

সিএএবি এর অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি স্টলপোর্ট রয়েছে। সিএএবি এর আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টলপোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান

বন্দর ও ২টি স্টলপোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০১০-১১ অর্থবছরে থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৭: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব ও অন্যান্য)	নীট মুনাফা
২০১০-১১	৬৫৩.৮৯	৩১৬.৮৭	৬২৩.৮৪	৩০.০৫
২০১১-১২	৭৩১.০৫	৩৭৮.৫৪	৮৩৮.৪৪	১০৭.৩৯
২০১২-১৩	৭৯৫.২১	৩৩০.৩৪	৬৪৪.৫৩	১৫০.৬৮
২০১৩-১৪	১১৫০.২৯	৪২৩.৩৩	৯৭৬.৮৬	১৭৩.৪৩
২০১৪-১৫	১৪১০.৩২	৪৯৭.৬৭	১২৭৭.২২	১৩৩.১০
২০১৫-১৬	১৫০৪.১৭	৫০৬.৮৫	১২৫৬.৭৬	২৪৭.৪১
২০১৬-১৭	১৫১৮.১৪	৫৭১.৫৬	১৪২৪.১৭	৯৩.৯৭
২০১৭-১৮	১৬৫৯.৬৫	৫৯৪.১৬	১৭৬৬.০৪	১০৬.৩৯
২০১৮-১৯	১৬৯০.৭৯	৬২০.৭৩	১৭০৮.০০	১৭.২১
২০১৯-২০	১৫৫৪.৫৪	৬৩০.৯৪	২১৬৫.৯৭	৬১১.৪৩
২০২০-২১*	১১৫৯.৪৪	৬৬৬.০৩	১৪৫১.৩৭	২৯১.৯৩
২০২১-২২**	৯৫৫.০০	৪০৪.০২	৮৩৭.০৪	১১৭.৯৬

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ।* অনিরিক্ষিত **ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৯টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ৩টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৫টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৯টি এবং ইউরোপের ২টি গন্তব্যে বিমানের সার্ভিস অব্যাহত আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ১০.০৭ লক্ষ যাত্রী এবং ২৭,২৪৭ টন কার্গো পরিবহন করেছে।

সম্মানিত যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিষয়ে তথ্য অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৫ সাল হতে Short Message Service (SMS) সুবিধা চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের টিকেট ক্রয়ের সুবিধার্থে অন লাইন টিকেটের পাশাপাশি মোবাইল/ফোনের মাধ্যমে টিকেট বিক্রি চালু করা হয়েছে। টিকেটের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বিকাশ/রকেটের মাধ্যমে বিল পেমেন্টের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

সারণি ১১.১৮ এ ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৮: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	-২২৪.১৬
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	-৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	-২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৮১৬.৯৪	৪১০২.৫৬	-২৮৫.৬২
২০১৪-১৫	৪৭৭২.৭৯	৪৪৪৮.৬৫	৩২৪.১৪
২০১৫-১৬	৪৯৬৫.৫৩	৪৭৩০.০৩	২৩৫.৫০
২০১৬-১৭	৪৫৫১.৫২	৪৫০৪.৬৩	৪৬.৯০
২০১৭-১৮	৪৯৩১.৬৪	৫১৩৩.১১	-২০১.৪৭
২০১৮-১৯	৫৭৯৪.৯২	৫৫৭৭.১১	২১৭.৮১
২০১৯-২০	৫০৪৪.৪৫	৫১২৫.৫৮	৮১.১৩
২০২০-২১	৪১২৮.৩৯	৩৯৬৯.৯৯	১৫৮.৪০
২০২১-২২*	২৮০৫.০০	২৪৭৭.০০	৩২৮.০০

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট পুনঃ প্রবর্তন এবং নতুন নতুন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনার অভিপ্রায়ে গত ১৩ মে ২০১৯-এ দিল্লীতে, ২৮ অক্টোবর ২০১৯-এ মদিনায়, ০৫ জানুয়ারি ২০২০-এ ম্যানচেস্টারে ও ২৫ জানুয়ারি ২০২২-এ শারজাহ-তে এবং ০৬ জুলাই ২০২০-এ হংকং ও ১৬ আগস্ট ২০২০-এ গুয়াংজু-তে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা হয়েছে। এ ব্যতীত নারিতা ও নিউইয়র্ক গন্তব্যে ফ্লাইট পুনঃ প্রবর্তন এবং নতুন গন্তব্য যথাঃ চেন্নাই, টরন্টো, কলম্বো ও মালে-তে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন (বিটিআরসি) কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। গত বছরগুলোতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য অনেক হ্রাস পাবার ফলে এর দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এছাড়া মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ইন্টারনেটের উচ্চমূল্যের কারণে এ উন্নয়নের প্রভাব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে বিটিআরসি চালু করেছে 'এক

দেশ এক রেট' সেবা । যার কারণে দেশের সকল জনগণের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ইন্টারনেট সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে।

ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিগত কয়েক বছরে অনেক দেশীয় উদ্যোক্তা টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার গত ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে চারটি মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানকে ফোরজি লাইসেন্স প্রদান করে। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা শহর এবং অধিকাংশ উপজেলা ফোরজি নেটওয়ার্ক কাভারেজের আওতাভূক্ত। বিটিআরসি কর্তৃক 5G সেবা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেশে নতুন সাবমেরিন কেবল সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২০২১ সালে বিটিআরসি কর্তৃক ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে মোবাইল গ্রাহকের ফোনসেট এবং তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অননুমোদিত সেট ব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে। অবৈধ ভিওআইপি ও অবৈধ স্থাপনা পরিচালনাকারীদের সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এ সকল অভিযান পরিচালনার ফলে এই খাতে সরকারের সঠিক রাজস্বপ্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ দেশের মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা ১৮.১৫ কোটি এবং এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১২.২৮ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

সারণি ১১.১৯ এ ফেব্রুয়ারি ২০২২ নাগাদ দেশে ফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা ও টেলিঘনত্ব উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১১.১৯: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, টেলিঘনত্ব	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭ (জুন)	২০১৮ (ডিসেম্বর)	২০১৯ (ডিসেম্বর)	২০২০ (ডিসেম্বর)	২০২১ (ফেব্রুয়ারি)	২০২২ (ফেব্রুয়ারি)
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪	১৩.৬০	১৫.৬৯	১৬.৫৫	১৭.০১	১৭.৩৩	১৮.১৫
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১০	০.১০	০.১০	০.০৭	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.১৪	০.১৫	০.১৪	০.২১
ইন্টারনেট গ্রাহক (কোটি)	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৬.৬৬	৭.৩৩	৯.১৪	৯.৯০	১১.১৯	১১.২৭	১২.২৮
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব(%)	৪৪.৬০	৬০.৯০	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮	৮৭.৩২	৯৬.৩৬	৯৯.২৪	১০০.৬	৯৯.০৯	১০৫.৬৩

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

বর্তমানে বিটিসিএল এর 'টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন' প্রকল্পটি ৩,৩১৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মাধ্যমে দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগসহ আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও দেশব্যাপী অত্যাধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হবে। তাছাড়া বর্তমানে ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ উচ্চগতির ইন্টারনেট ক্ষমতার সুইচিং এবং ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য এসটিএন প্রকল্প এবং চট্রগ্রাম মিরেরসরাই অর্থনৈতিক জোনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য প্রকল্প বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.২০ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২০:বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০	১৯৭৬
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬	২২০৩
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১	১৭৫৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫	১৩৮৫
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১	১১০৬
২০১৫-১৬	৭৮৪	১২৪২	১৫৭৮
২০১৬-১৭	৯৮২	১২৫৮	১৪৪২
২০১৭১৮-	১১৪৮	১২৬০	১৬৫২
২০১৮১৯-	১২০০	১০৬০	১৪২৮
২০১৯২০-	১০৮৭	৯২২	১২৪৬
২০২০-২১	৮৯৫	৮৫৪	১১০২
২০২১-২২*	১১১৬	৪৪১	৫২২

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র SEA-ME-WE 4 এর মাধ্যমে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনের ফলে এবং ২০১৭ সালে SEA-ME-WE 5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হবার মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি ৩২০০ জিবিপিএস-এ দাঁড়িয়েছে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬০% ব্যান্ডউইড্থ বিএসসিসিএল বর্তমানে এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২০৬০ (দুই হাজার ষাট) জিবিপিএস (গিগাবিট পার সেকেন্ড)। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে। বর্তমান সরকারের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইথের মূল্য ২০০৯ সালে নির্ধারিত ২৭০০.০০ টাকা থেকে কমে বর্তমানে ২০২২ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩০০.০০ টাকায়।

বিএসসিসিএল এর বছর ভিত্তিক রাজস্ব আয় ও মুনাফার তথ্য সারণিঃ ১১.২১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.২১: বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
রাজস্ব আয়	৮৩.৭৮	১২১.৪৫	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৫৪.০৭	৬১.৮৬	১০৩.৬৭	১৪০.৫০	১৯৫.৫৭	২৪৯.৮৬	৩৪৪.৮৫	২০২.৫৩
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	১৭.৮৭	৩৮.৯৫	২৯.৩৯	৭৭.৯০	১২৫.২০	২৩৯.৯৮	১৪৩.২৩
নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)	৩০.৫১	৭৪.৪৮	৮৭.২১	৩৬.২৩	১২.৯১	১৬.৫৫	৩১.৮২	৭.৩৩	৫৮.৫৮	৯৫.৬০	১৯০.৭৩	১১২.৯০

উৎসঃ বিএসসিসিএল, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।* ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগনের কাছে ন্যূনতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সাথে ডাক সেবা প্রদান করা। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই সেবা প্রদান করে থাকে।

ডাক বিভাগে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ডাক বিভাগের আয় ৮৩.৬০ কোটি টাকা (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত), ব্যয় ৫৪১.৬৬ কোটি টাকা (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)। গত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ডাক বিভাগের রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৭.৭০ কোটি টাকা।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশের জনগণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা; দেশের সকল প্রান্তে প্রতিটি নাগরিকের জন্য কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা; জনগণের দোরগোঁড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো; ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবাইকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে সমন্বিতভাবে কাজ করা- এ ৪টি মূল উপাদান বা স্তম্ভকে সামনে রেখে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন পূরণের বিশাল কর্মকান্ড। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামূখী উদ্যোগ, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন

- দেশের ১৮ হাজার ৫০০টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ও ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদান করা হয়েছে এবং ১,০০০টি পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- গাজীপুরের কালিয়াকৈরের হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা (Tier-IV) সেন্টারটি গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে চালু করা হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDDCL) নামে পরিচালিত হচ্ছে;
- নেটওয়ার্কের আওতা বহির্ভূত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাসমূহের অবশিষ্ট ৬১৭টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে "কানেক্টেড বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে;

- ১টি Specialized Network Lab, ১টি Special Effect Lab এবং a2i Innovation Lab স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল ল্যাব নেটওয়ার্কিং, মোবাইল এ্যাপস, মোবাইল গেইম এবং সাইবার সিকিউরিটি, বিগডেটা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে;
- বিজিডি ই-গভ সিআইআরটি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, Cyber Range, সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার এবং ১৫টি নির্দিষ্ট সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)-তে সাইবার সেন্সর প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে;
- ৩৯টি হাই-টেক পার্ক নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। ৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ১৯টি নির্মাণাধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি নির্মাণাধীন হাই-টেক/আইটি পার্কের মধ্যে ৫টিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভিন্ন পার্কে নির্মিত ও নির্মাণাধীন মোট স্পেস ৩৮.৩৪ লক্ষ বর্গফুট এবং ইতোমধ্যে ১২.১০ লক্ষ বর্গফুট স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- সৌদি আরবে ১৫টি সহ মোট ৪১৭৬ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। ৬৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা:

- ইতোমধ্যে ১৮০০টি সরকারি সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে এবং আরও ২ হাজারটি সেবা রূপান্তরের কাজ চলমান রয়েছে;
- জাতীয় তথ্য বাতায়নে (www.bangladesh.gov.bd) ৫২ হাজার সরকারি অফিস এবং ৯৭ লক্ষ প্রয়োজনীয় কনটেন্ট সংযুক্ত আছে;
- ১১,৩৭১টি সরকারি অফিসে ১ কোটি ৮ লক্ষ ই-নথি নিষ্পন্ন হয়েছে;
- ডিজিটাল ভূমি সেবার আওতায় ৪৮৬টি উপজেলায় ৪,৫১০টি ভূমি অফিসে প্রায় ৫২ লক্ষ ই-মিউটেশন নিষ্পত্তি হয়েছে;
- সারাদেশের ৪,৪৯৩টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ২৬,৫৫০.০০ কোটি টাকা আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের NID ডাটাবেজের সাথে Virtual Private Network সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল অপরাধ-সংক্রান্ত মামলা তদন্তের সুবিধার্থে আলামত সংরক্ষণ ও অনলাইনে অপরাধী তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে Digital Evidence Management and Reporting System চালু করা হয়েছে;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ২৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট ১৫৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ডিজিটাল উপায়ে প্রদান করা হয়েছে;
- ই-চালানে ৪৮টি সেবার মাধ্যমে ৪,৯৪৬.০০ কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে;
- 'মুক্তপাঠ' উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্লাটফর্মে প্রায় ২০ লক্ষেরও অধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন কোর্সে নিবন্ধিত এবং ১০ লক্ষ ৫৩ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী কর্তৃক সফলতার সাথে বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করেছেন;
- কানেক্ট বা কিশোর বাতায়নে ২৮ লক্ষেরও অধিক শিক্ষার্থী এবং ৩৬ হাজারেরও অধিক মানসম্মত কন্টেন্ট যুক্ত হয়েছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ:

- দেশের হাই-টেক পার্কসমূহে এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি ১৭৬টি কোম্পানিকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সরকার অবকাঠামো উন্নয়নে ৯টি পার্কে এ পর্যন্ত ১০০৬.১৯ কোটি টাকা বিনেয়োগ করেছে । ফলে ৩৬,৩৩০ জন তরুণ-তরুণীর আইটি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন আইটি কোম্পানীতে ২৮,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ৯টি পার্ক হতে স্পেস/ জমি ভাড়া বাবদ ৩৭.২৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে;
- এ পর্যন্ত আইসিটি খাতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান ও ১.৩৬ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে।